মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ড. মো তোজাম্মেল হোসেন

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সেলর) হিসেবে ড. মোঃ তোজাম্মেল হোসেনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ড. মো তোজাম্মেল হোসেন বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)-এর ১০(১) ধারা অনুযায়ী তাঁকে এ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নিয়োগের শর্তে বলা হয়েছে, যোগদানের তারিখ থেকে চার বছর অথবা অবসর গ্রহণের তারিখের মধ্যে যেটি আগে হবে, ততদিন তিনি উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন দায়িত্ব পালন করেছেন৷

শুধু ভালো রেজাল্ট হলেই হবে না, সত্যিকারের মানুষ হতে হবে

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন বলেছেন, বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একশ্রেণীর শিক্ষার্থী শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান বা মর্যাদা দেয় না, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, একজন শিক্ষক তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের জায়গা থেকে শিক্ষার্থীদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বকাঝকা করেন বা পড়ালেখায় চাপ প্রয়োগ করেন।

তিনি আরও বলেন, কিন্তু একশ্রেণীর অভিভাবক ও শিক্ষার্থী এ বিষয়ে

শিক্ষকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন, যা অনভিপ্রেত। তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

শিক্ষার্থীদের শুধু ভালো রেজাল্টের দিকে মনোযোগ না দিয়ে প্রতিটি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান (বেসিক নলেজ) অর্জনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কম পাশের হার লক্ষ্য করা যায়। অনেক শিক্ষার্থী অন্যান্য বিষয়ে ভালো করলেও ইংরেজি বিষয়ে ন্যূনতম নম্বর না পাওয়ায় অকৃতকার্য হয়ে থাকে। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় খাতার টপশিটে বিভিন্ন ভুলের কথাও তিনি তুলে ধরেন।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি দেশের অভ্যন্তরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেন। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্স সম্পন্ন করার পর বিদেশে যাওয়া উচিত বলে তিনি মত দেন। বিশেষ করে অভিভাবকদের আর্থিক বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিদেশে পড়াশোনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেন।

তিনি বলেন, শুধু এ প্লাস বা ভালো ফলাফল করলেই চলবে না, পাশাপাশি ভালো মানুষও হতে হবে। বাবা-মা, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। একজন ভালো ছাত্রের চেয়ে বেশি প্রয়োজন একজন ভালো ও দায়িত্বশীল মানুষ হওয়া।

তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখির অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের গাংনীতে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগে তিনি সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, নার্সিং ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি কক্ষ ও ক্লাসরুমসহ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

পরিদর্শন শেষে সন্ধানীর কনফারেন্স রুমে শিক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ হাসানুজ্জামান বিশ্বাস ও সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শাহনাজ পারভিন সুমী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলেজ শাখার একাডেমিক প্রধান রাজু আহমেদ।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে উপাচার্য উচ্চশিক্ষা ও দেশ-বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্যকে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মেহেরাব হোসেন সামি, মৌমিতা আক্তার এবং দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আরিফ হোসেন লাবিব ও স্নেহা উপাচার্যের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করে শিক্ষা বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে

ঝিনাইদহে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে রেললাইন, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের

নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সাবেক উপাধ্যক্ষ এন.এম শাহজালাল। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন- জজ কোর্টের পিপি এ্যাড.এস এম মসিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীর রবিউল ইসলাম লাভলু, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহব্বত হোসেন টিপু বক্তব্য রাখেন।

আরও বক্তব্য রাখেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. আকিদুল, মানবাধিকার কর্মী হাফিজুর রহমান, চলচিত্র অভিনেতা মান্না, নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক এ্যাড. আলাউদ্দিন আল আজাদ, কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি স্বপন কুমার বাগচী, বাসদ সভাপতি এ্যাড. আসাদ, প্রভাষকক বাবুল আক্তার, ঝিনাইদহ জেলা সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আহ্বায়ক ছাত্র নেতা শারমিন সুলতানা, নুসরাত জাহান সাথী, ব্যবসায়ী সফিকুর রহমান যাজু প্রমুখ।

সমাবেশের সঞ্চালনায় ছিলেণ রেললাইন বাস্তবায়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান, বক্তাগণ বলেন, পার্শ্ববর্তী মাগুরা, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় রেল সংযোগ থাকলেও ঝিনাইদহ জেলা শহরে কোনো রেল লাইন নেই। জেলা সদরে এখনও মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়নি, আর উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি দীর্ঘদিনের। সকল সড়ক ও নবগঙ্গা নদী সংস্কার, দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া পদ্মা নদীতে সেতু নির্মানের জোর দাবী জানানো হয়। মানববন্ধনে বক্তাগণ বলেন, রেল লাইন সংযোগ থাকলে ঝিনাইদহের কৃষি, ব্যবসা, শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে বিপুল উন্নয়ন ঘটবে। ঝিনাইদহের জনগণ আর অবহেলিত থাকতে চায় না।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন পাচ্ছে দুইটি

সাবজেক্ট

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দুইটি বিষয় অনুমোদন দিচ্ছে।

ইউজিসির সর্বশেষ বৈঠকে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় ও বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর জন্য দুটি করে বিষয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলছে। ইউজিসির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক মাকছুদুর রহমান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে আজ রবিবার পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মেহেরপুরে তিনটি স্থান ময়ামারির মাঠ, বিএডিসির বারাদি ফার্ম ও খড়ের মাঠ পরিদর্শন করেছেন।

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ভর্তি হবে।
মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনার্স ভবনে ছয়টি কক্ষ বরাদ্দ দিয়ে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি অফিস ভাড়া নিয়ে রেজিস্ট্রারসহ প্রয়োজনীয় কর্মকর্তাও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর উত্তরপাড়া মসজিদের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় ফারহানা ওয়াহেদা অমি (২৬) নামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এক ছাত্রী নিহত হয়েছেন।

আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফারহানা ওয়াহেদা অমি মেহেরপুর শহরের কাসাড়িপাড়ার আব্দুল

ওয়াহেদ চঞ্চলের মেয়ে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে অমি বাবার বাড়ি শহরের কাসাড়িপাড়া থেকে মোটরসাইকেলে করে শ্বশুরবাড়ি রামদাসপুরে যাচ্ছিলেন। পথে ফতেপুর উত্তরপাড়া মসজিদের সামনে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক (নম্বর: ঢাকা মেট্রো ট-১৮-৪১৭৫) মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ঘাতক ট্রাকটি আটক করে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজবাহ উদ্দিন জানান, নিহতের মরদেহ মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং দুর্ঘটনা-সংশ্লিষ্ট ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

নুরের উপর হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা না, এটি সুগভীর ষড়যন্ত্র

নুরুল হক নুরের উপর হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা না, এটি সুগভীর ষড়যন্ত্র ও একটি চক্রান্তের একটি অংশ বলে মন্তব্য করেছেন এ্যাটর্নী জেনারেল অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান।

শনিবার (৩০ আগষ্ট) দুপুরে ঝিনাইদহে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নুরের উপর হামলা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক উল্লেখ করে এ্যাটর্নী জেনারেল বলেন, জাতীয় পার্টি ১৯৮২ সাল থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত মানুষের রক্তের সাথে বেঈমানী করেছে। তারা জুলাই বিপ্লবে আওয়ামী লীগকে সহযোগীতা করেছে। তারা তাদের পুরোনো ইতিহাস উন্মোচন

করেছে। তাই নিষিদ্ধের যে দাবী উঠেছে তা আইনগত দিক যাচাই বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এর আগে সকাল ১০ টায় ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশে টেলিভিশন সেন্টার পাড়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন করেন এ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। পরে শহরের সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) মহাবিদ্যালয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএসএম আমানুল্লাহ’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কেন্দ্র সমন্বয় দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নাজিম উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আবু বকর সিদ্দিকী, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, গণঅধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন প্রমূখ।

রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেল সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে রেল লাইনম মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়ীরা অংশ নেয়।
মানববন্ধন শেষে এক সমাবেশে, ঝিনাইদহ জেলা জজ আদালতের পিপি এ্যাড এস এম মশিয়ূর রহমান, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদ এ্যাড আলাউদ্দীন আজাদ, জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু, এন এম

শাহজালাল, সাবেক কমিশনার মাহবুবুর রহমান শেখর, দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদ মনিরুজ্জামান খান মিঠু, মাওলানা মুফতি আরিফ বিল্লাহ, মাওলানা মমতাজুল করিম, কামরুজ্জামান পিন্টু ও এ্যাড মনিরুল ইসলাম মিল্টনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঝিনাইদহবাসীর বহু দিনের স্বপ্ন রেললাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এসব স্থাপনা হলে শুধু জেলার মানুষ নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
বক্তাদের দাবি, অবিলম্বে এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নইলে আন্দোলন আরও তীব্র আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা। মানববন্ধন শেষে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মিছিল বের হয়।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

৩৬ জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে গণঅভ্যুত্থানে নিহত সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করেছে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

এর আগে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে শহীদ স্মৃতিসৌধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একান্ত সচিব ড. তারিক আজিজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক শেখ মোস্তাক আলী।

প্রফেসর ড. বখতিয়ার উদ্দীন তার বক্তব্যে জুলাই বিপ্লবের পটভূমি ও ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ যেখানে মানুষ মানুষকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে, এবং অফিস-আদালতসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে।

তিনি আরও বলেন, ৩৬ জুলাই যেমন আনন্দের, তেমনি বেদনার দিনও বটে। শুরুতে এই আন্দোলন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সার্বজনীন পেনশন স্কিমকে কেন্দ্র করে। পরে এটি ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রদের কোটা ও অন্যান্য যৌক্তিক দাবির মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলন ছিল না কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের এটি ছিল ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সব শ্রেণিপেশার মানুষের যৌথ প্রয়াস।

তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের প্রত্যাশা ছিল, ছাত্ররা কোনো দলের বা গোষ্ঠীর লেজুড়বৃত্তি না করে নিজেদের স্বাধীন চেতনায় দেশের কল্যাণে কাজ করবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সে প্রত্যাশা আজও পূরণ হয়নি।

তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান একদিন এগিয়ে আনার মধ্য দিয়ে আন্দোলনটি আশীর্বাদে পরিণত হয়েছিল। কোনো অবস্থাতেই সরকারের বর্বরতা সমর্থনযোগ্য নয়—সে সময় সকল শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণই ছিল তার প্রমাণ।

তিনি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গে তিনি সকল প্রকার বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে জুলাই বিপ্লবে নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করা হয়।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘জুলাই স্বরণ’ অনুষ্ঠান পালিত

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘জুলাই স্মরণ’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও যোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করেছে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্যের একান্ত সচিব ড. তারিক আজিজ।

প্রধান বক্তা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক শেখ মুস্তাক আলী, সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান খেজমত আলী মালিথ্যা, জেলা পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর বজলুর রহমান, আহত যোদ্ধা খন্দকার মুয়িজ উদ্দীন ও নাজমুল হক।

আরো উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাউছার আলী, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সিনিয়র লেকচারার রফিকুল আলম বকুল, আহত যোদ্ধা হাসনাত জামান, আল মেহেবুব ও ইব্রাহিম হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আহত যোদ্ধাদের ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

উপাচার্য তার বক্তব্যে বলেন, জুলাই বিপ্লব ছিল বৈষম্যহীন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।” তিনি শিক্ষার্থীদের সচেতন হয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং জুলাই বিপ্লবের শহীদদের রুহের মাগফিরাত ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন, নতুন নাম ‘মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়’

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পোস্টে জানান, শেখ পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ দিয়ে দেশের ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ করা হয়েছে।

পরিবর্তিত নামগুলোর তালিকায় রয়েছে:

মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর → মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা → নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ → কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ →নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর → গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শরীয়তপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় → শরীয়তপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ → বাংলাদেশ ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর → জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর → পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ → নারায়ণগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ → গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিনেইম ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম → মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যরোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় → অ্যাভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ